সুরসাগরে ভাসি

খন্দকার জাহিদ হাসান

স্বর্গ আছে কি নেই, সে প্রশ্ন অবান্তর। তবু কিন্তু মানুষ সেই আদিকাল হতে মা-পৃথিবীর এই নশ্বর কোলে বসেই স্বর্গীয় সুখলাভের এক অন্তবিহীন প্রচেষ্টায় সদা নিয়োজিত। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উপায়ে সেই 'স্বর্গসুখ' অনুভবের ব্যর্থ(?) চেষ্টায় অহর্নিশি মাথা খুঁড়ে চলেছে। কেউ কেউ এই সুখ লাভ করে নেশাভাং করার মাধ্যমে। কেউ আবার টাকার পাহাড় গড়ার মাঝেই স্বর্গসুখের খোঁজ পেয়ে যায়। আর গরীব মানুষ তা লাভ করে দু'টো ডাল-ভাত খেয়েই। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অনির্বচনীয় এই সুখটির সন্ধান পেয়ে থাকে সংগীতের মাধ্যমে। আসলে সুরের সাগরে ভেসেই মানুষ কিন্তু সবচাইতে স্বার্থক উপায়ে তথাকথিত সেই 'স্বর্গসুখ'-এর নাগাল পেতে পারে। আমরা যারা এই সুরের সাগরে নিত্য ভেসে চলেছি, তাদের মধ্যে কেউ হলাম শ্রোতা, কেউ শিল্পী, কেউবা আবার সংগীত রচয়িতা।

বেশ ক'বছর আগে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম যে, কবিতা, ছড়া, গল্প, নিবন্ধের পাশাপাশি গানও লিখতে ও সুর করতে পারা যায়। অতঃপর প্রবল এক নেশা আমাকে ভূতের মত পেয়ে বসলো। সেই নেশার কবল হতে আজও আমার মুক্তি ঘটেনি। বলা বাহুল্য, তাতে কিন্তু আমার কোনো খেদ নেই। বরং বরাবর-ই আমি এ কারণে আনন্দিত।..... গানের সংখ্যা বেড়ে চললো। তবে তাতেই তো আর সকল তৃপ্তি নিহিত নয়! মানুষকে শোনাতে হবে না?.... বাংলাদেশে থাকাকালে বেশ কিছু স্বরচিত গান রেডিওতে বাজলো। এরপর যখন তা প্রচারিত হলো টেলিভিশনে, তখন ভীষণ পুলকিত হলাম। গানের ক্যাসেটও বের হলো, যদিও স্বকণ্ঠে গাইনি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই টের পেলাম যে, বাংলা গানের জগতে টিকতে হলে শুধুমাত্র 'টেক্‌সই' গোছের গান রচনাই একমাত্র চাবিকাঠি নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে মোক্ষম যে উপায়টি অবলম্বন করা খুব জরুরী, তা হলোঃ 'মানুষের পেছনে সর্বদা আঠার মত লেগে থাকা'। সেই মানুষেরা হলেনঃ প্রযোজক, পরিচালক, যন্ত্রী, কলা-কুশলী, কণ্ঠশিল্পী.....। এসব ক্ষেত্রে আমার ধৈর্য্য বরাবর-ই কম। "ধুত্তোরি ছাই!" বলে সব ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম। বলা যায়, ছেড়েই দিয়েছিলাম। হঠাৎ এই সিডনীর বুকে একদিন মনে হলো, "আচ্ছা, যুগ তো পাল্‌টে গেছে! বাসায় বসে কম্পিউটারের মাধ্যমে নিজেই গান তৈরী করি না কেন?"

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, কম্পিউটারে মিউজিক কম্পোজের প্রধানতঃ দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি কারিগরী ও দ্বিতীয়টি নান্দনিক বা শৈল্পিক। কারিগরী ক্ষেত্রে যুক্তি-পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে সয়ায়তা করেছেন সিডনীবাসী হৃদয়বান কিছু কৃতী মানুষ। অদূর ভবিষ্যতে তাঁদেরকে নিয়ে লিখার একটি একাগ্র বাসনা আমার মনের মধ্যে রইলো। এঁদের কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ। এছাড়া স্ত্রী-পুত্র আর ভাইদের কাছ থেকেও পেয়েছি উল্লেখযোগ্য উৎসাহ ও সমর্থন।

অবশেষে স্বরচিত একটি গানের মিউজিক কম্পোজের কাজটি সম্পাদন করলাম। ঘরে বসে এভাবে মিউজিক কম্পোজ জীবনে এই প্রথম। জানি না, কতোটুকু সফল হোয়েছি। বিজ্ঞ পাঠক ও শ্রোর্তৃবর্গই তা নির্ধারণ করবেন। মূলতঃ আমি বাণীপ্রধান গান-ই বেশী রচনা ক'রে এসেছি। কিন্তু কেন জানি প্রথমবার সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হলাম না। বরং কিছুটা হাল্‌কা ও চটুল প্রকৃতির গান দিয়েই যাত্রা শুরু করতে মন চাইলো। তবে চটুল প্রকৃতির হলেও এই গানটির সুরে বংগীয় লোকগীতির মন-উথাল-পাথাল-করা একটি বৈশিষ্ট্য প্রদানের চেষ্টা

করেছি। জানি না, তা অপচেষ্টায় পর্যবসিত হোয়েছে কিনা। অবশ্য গানটির মিউজিক এ্যারেঞ্জমেন্ট বা যন্ত্র-অনুসংগ বিন্যাসে দক্ষিন আমেরিকার স্টাইল বা রীতি অনুসরণ করেছি। কারণ এই বিশেষ ভূ-সাংস্কৃতিক রীতিটির প্রতি আমার বরাবর-ই বেশ দূর্বলতা রয়েছে।

এবার গানের বাণী প্রসংগে আলোকপাত করা যাক। নব নব ঢং-এ সেই পুরাতন কথাটির উত্থাপন। আমাদের এই হ্রস্ব জীবনে সবকিছুই নশ্বর। সময় ভীষণ দ্রুতবেগে ধেয়ে চলেছে। এখানে যা কিছুই সুন্দর আর মনোহর, তা উল্কাবেগে বিগত হোয়ে যায়। অবিশ্বাস্য গতিতে বিগত হোয়ে যায় জীবনের সোনাঝরা দিনগুলো। নিমেষেই অদৃশ্য হোয়ে যায় বাগানের রাশি রাশি রংগীন ফুল। মুহূর্তেই আমাদের জীবন হতে বিদায় নেয় লাটিম, ঘুড়ি, পুতুল-নাচ, বায়স্কোপ আর স্মৃতিময় সেই 'কলের গান' বা গ্রামোফোনের যুগ। চোখের পলকে উধাও হোয়ে যায় জোনাকজ্বলা রাত, পাখীডাকা সকাল আর দোয়েল-কোয়েলের দিন। এ জীবনে অতি প্রিয়জনও ভুল বুঝে ফেরারী হয় অনায়াসে। মনের মানুষ বৈরী হোয়ে যায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই। অবশেষে পেছনে পড়ে থাকে শুধু একরাশ বুক-ভাংগা কান্না, আর ছন্দহারা কিছু প্রলাপ। পড়ে থাকে সাথীহারা বাকী জীবন।....

সে অর্থে বলা চলে যে, এটি একটি বিলাপ-সংগীত, যদিও তার সুরটি আবার চপল প্রকৃতির। এক ধরণের পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। লেখালেখি ছাড়াও মূলতঃ আমি 'তবলার লোক' এবং সংগীত রচয়িতা। গান গাওয়ার অভ্যাস আমার সেভাবে নেই। তবু গেয়ে ফেললাম। কারণ ঐ যে কিছুক্ষণ আগেই 'একলা চলো রে' নীতির কথা উল্লেখ করলাম, এ হলো তার-ই জের। এখন শ্রোতাদের ভালো না লাগলে আগেভাগেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

গানের কথাঃ

ও আমার জুঁই
কই গেলিরে তুই
কইরা বিরান ফুলবাগান,
জোনাকী-রাতে
ঘরের-ই ছাতে
আর বাজে না কলের গান॥

ও কোকিলা
গেলিরে চইলা
আমায় কিছুই না বইলা
তাই শুধুই কান্দে পরাণ॥

ও সজনী
আমায় বুঝিস্‌নি
এই অন্তর খুঁজিস্‌নি
করলি শুধুই অভিমান॥

[এখন গানটি শোনার জন্য অনুগ্রহপূর্বক এখানে টোকা দিন।]